৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: 06

Topic:
বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ, বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ, সুন্দরবন, জাতীয় উদ্যান, বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য, ইকো ও সাফারি পার্ক

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

বাংলাদেশ বিষয়াবলি-06

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

- বাংলাদেশের প্রধান জলজ সম্পদ পানি ও মাছ। দেশের মোট জিডিপির ৩.৫২% এবং কৃষিজ জিডিপির এক চতুর্থাংশের বেশি মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানি আয়ের ১.৩৯% মৎস্য খাতের অবদান।
- চাষকৃত মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম। স্বাদু পানির মাছ বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ২য়।
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য়। মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম।
- মৎস্য চাষ আমাদের দেশে রূপালী সম্পদ রূপে পরিগণিত।
- দেশে বর্তমানে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ৪২.৭৭ লাখ টন।
- দেশে মাথা-পিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬২.৫৮ গ্রাম।
- দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১% এর অধিক লোক মৎস্য আহরণের সাথে জড়িত।
- দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদী।
- হিমায়িত খাদ্যকে বাংলাদেশের অর্থনীতির Thrust Sector বলা হয়।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

- বর্তমানে 'বায়োফ্লক' ও 'রাস' (RAS – Recirculating Aquaculture System) পদ্ধতিতে মাছ চাষের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বঙ্গোপসাগরের সীমা নির্ধারণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে সমুদ্রের ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা মৎস্য আহরণের জন্য লাভ করে বাংলাদেশ।
- জানুয়ারি'২০ পর্যন্ত ৪৯,৫২৯.৪০ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২,৮৭৪.২৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
- সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য বিখ্যাত সন্দ্বীপ, সোনাদিয়া।
- ১৮৭৪ সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থাপিত হয় চাঁদনীঘাটে।
- বাংলাদেশের পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কৃষি খাতে।
- গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল নেপালে জলধার নির্মাণ।
- আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ প্রাণিজ আমিষ মাছ থেকে আসে।
- সুন্দরবনের দক্ষিণে অবস্থিত 'দুবলার চর' বিখ্যাত মাছ ও শুঁটকির জন্য।
- সরকার ঘোষিত দেশের প্রথম মৎস্য অভয়াশ্রম হাইল হাওড় (শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার)।

মৎস্য সম্পর্কিত ইনস্টিটিউট

নাম	তথ্য
মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট Fisheries Training Institute (FTI)	• বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। • চাঁদপুরে অবস্থিত
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট Bangladesh Fisheries Research Institute (BFRI)	• ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। • গবেষণার জন্য ২০২০ সালে একুশে পদক লাভ করেন। • ৫ টি গবেষণা কেন্দ্র আছে।
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন Bangladesh Fisheries Development Corporation (BFDC)	• ১৯৬৪ সালে ঢাকার কাওরানবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির প্রধান কার্যালয় ঢাকার মতিঝিলে। • বঙ্গোপসাগরে সাউথ প্যাসেজ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, ইষ্ট অব ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামক ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। • এই কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
মেরিন ফিসারিজ একাডেমি Marine Fisheries Academy	• ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। • এটি শুধুমাত্র বিভিন্ন সংস্থার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি জাতীয় সংস্থা।
মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র	• ফরিদপুরে অবস্থিত।
মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	• নাটোর ও কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) অবস্থিত।

BFRI পরিচালিত গবেষণা কেন্দ্র

নাম	অবস্থান
স্বাদু পানির কেন্দ্র	ময়মনসিংহ
ইলিশ মাছ ও নদী গবেষণা কেন্দ্র	চাঁদপুর
লোনা পানি কেন্দ্র	পাইকগাছা, খুলনা
সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র (Marine Fisheries and Technology Station)	কক্সবাজার
চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র (Shrimp Research Station)	বাগেরহাট

উপকেন্দ্রগুলো হল:

১. রাঙ্গামাটি কাপ্তাই লেক উপকেন্দ্র (রাঙ্গামাটি)

২. সান্তাহার প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র (বগুড়া)

৩. খেপুপাড়া নদী উপকেন্দ্র (পটুয়াখালী)

৪. যশোর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (যশোর)

৫. সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (নীলফামারী)

POLL QUESTION -01

➲ কোন ধরনের পণ্য বাংলাদেশে ইলিশ মাছের সত্ত্ব অর্জন করেছে?

(a) Geographical Indication

(b) Geographical Identification

(c) Territorial Identification

(d) Territorial Indication

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

ইলিশ

- ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম।
- মোট মৎস্য আয়ের প্রায় ১২% আসে ইলিশ থেকে।
- বিশ্বের ইলিশের মোট উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে উৎপাদিত।
- বাংলাদেশে ইলিশ মাছ GI প্যাটেন্ট লাভ করেছে।
- ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের নিচের ইলিশকে জাটকা হিসেবে গণ্য করা হয়। ইলিশের প্রজনন ঋতুতে প্রতিবছর ২২দিন করে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে।
- বর্তমানে বাংলাদেশের ইলিশের অভয়াশ্রম ৬টি। চাঁদপুর জেলাকে ইলিশের বাড়ি বলা হয়।
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫.১৭ লাখ মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয়।
- বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলায় সবচেয়ে বেশি ইলিশ ধরা পরে (৩.৩২ লাখ মেট্রিক টন)।
- দেশের জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১%।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

✪ চিংড়ি

- ❖ বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে White Gold বলা হয়।
- ❖ বাগদা চিংড়ির বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ শুরু হয় ১৯৭৬ সালে।
- ❖ সত্তর দশক থেকে বাগদা চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বাগদা চিংড়ি রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয় আশির দশক থেকে।
- ❖ বৃহত্তর খুলনা চিংড়ি চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। চিংড়ি চাষের জন্য খুলনাকে বাংলাদেশের কুয়েত বলা হয়।
- ❖ বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে চিংড়ি মাছের চাষ।
- ❖ বাগদা চিংড়ি লোনা পানিতে এবং গলদা চিংড়ি স্বাদু পানিতে চাষ করা হয়।
- ❖ বাগদা চিংড়ি 'ব্ল্যাক টাইগার' নামে পরিচিত।

মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়

বাংলাদেশের প্রধান জলজ সম্পদ মাছ ও পানি। নদী-বিল-হাওড় বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের উৎস। মৎস্য আইন অনুযায়ী, মাছ বলতে কোমলাস্থি ও অস্থিবিশিষ্ট মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য খাবার উপযোগী ক্রাসটেসিয়ান, উভচর, কচ্ছপ, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি বোঝায়। মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: ৪.৫ সে.মি. এর কম ফাঁসবিশিষ্ট কারেন্ট জাল বা মশারি দিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ।

মাস	মাছের নাম	দৈর্ঘ্য
জুলাই-ডিসেম্বর	রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস ও ঘনিয়া	২৩ সেন্টিমিটারের কম
নভেম্বর-এপ্রিল	জাটকা ও পাঙ্গাশ	২৫ সেন্টিমিটারের কম
ফেব্রুয়ারি-জুন	শিলং ও আইড়	৩০ সেন্টিমিটারের কম

POLL QUESTION -02

➲ বাংলাদেশে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে-

(a) শুঁটকি মাছের উৎপাদন

(b) সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন

(c) চিংড়ি মাছের চাষ

(d) নৌকা তৈরির কাজ

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ

✪ **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর - Department of Livestock Services (DLS) :**

প্রাণিসম্পদ হলো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে খামারে গবাদি প্রাণী (গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন। বাংলাদেশে লভ্য প্রাণিরজাত-

গরু	দেশি জাত- লাল চট্টগ্রাম, পাবনা গরু, সাদা মুন্সিগঞ্জ, গয়াল, উত্তরবঙ্গের ধূসর গরু ।
	বিদেশি জাত - শাহিয়াল, হরিয়ানা, সিন্ধি, জার্সি, হোলস্টাইন-ফ্রিসিয়ান (বিশ্বের সর্বোচ্চ দুগ্ধ প্রদানকারী গাভীর জাত)।
ছাগল	৯০% কালো ছাগল (Black Bengal) এবং বাকিগুলো যমুনাপাড়ি ও তাদের সংকর। যমুনাপাড়ি ছাগলের অপর নাম রামছাগল।
মুরগি	দেশি জাত - আসিল, চাটগেঁয়ে, উদলা গলা।
	বিদেশি জাত - সাদা লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড রেড, ফাওমি, অস্টালোপ।
	সংকর জাত - রূপালী, সোনালী।

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ

- ভারত বিভাগের আগে ব্রিটিশ নাগরিক লর্ড লিনলিথগো দেশি গরুর উন্নয়নের জন্য বাংলা প্রদেশে কয়েকটি হরিয়ানা গরু আমদানি করেন। স্থানীয় জাতগুলো উন্নয়নের জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু হয় কৃত্রিম গর্ভধারণ। দেশি গরু উন্নয়নের জন্য উন্নত প্রজাতির ষাঁড়ের শুক্রাণু আনা হয়। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা এজেন্সির (ICA) সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দুই দেশের বিজ্ঞানীরা সাফল্যের সহিত ভ্রূণ সংস্থাপন করেন। ৫ মে, ১৯৯৫ বাংলাদেশের প্রথম গবাদি পশুর ভ্রূণ বদল করা হয়। বৃহত্তর পাবনা জেলায় বড়াল ও গয়লা নদীর অববাহিকায় স্থানীয়ভাবে বাথান নামে পরিচিত মৌসুমি চারণ ভূমি আছে।

- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI)

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ

- দেশের মোট জিডিপির ১.৪৩% প্রাণিসম্পদ থেকে আসে।
- গবাদি পশু উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ১২তম।
- ছাগলের সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ। ছাগলের দুধ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ ২য়।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুসারে দেশের গবাদি পশুর সংখ্যা ৫৫৭.৯৮ লক্ষ। গবাদি পশুর মাংস রপ্তানি হয় ৪৫.০৫ মেট্রিক টন।
- চট্টগ্রামের লাল গরু বিশ্বের অন্যতম সেরা গরু নামে পরিচিত।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত মহিষের 'জিনগত নকশা' উন্মোচন করেন।
- বাংলাদেশে প্রায় ৯০ শতাংশ ছাগল কালো জাতের, এদের ব্ল্যাক বেঙ্গল বলা হয়। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কুষ্টিয়া গ্রেড নামে পরিচিত। যমুনাপাড়ি ছাগলের অপর নাম রাম ছাগল।
- বাংলাদেশ থেকে মাংস ও পশুপণ্য সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করা হয় যুক্তরাষ্ট্রে।
- দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট পাবনা জেলায় অবস্থিত।
- সাইবেরিয়া থেকে বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে।
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ওয়াইল্ড লাইফ রেসকিউ সেন্টার ২০০৪ সালের ১৭ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি খামার রয়েছে। যথা-

১) কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার- সাভার, ঢাকা।
২) জেলা দুগ্ধ খামার- সিলেট
৩) দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার- রাজবাড়ী হাট, রাজশাহী
৪) দুগ্ধ ও গবাদি পশু উন্নয়ন খামার- হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৫) দুগ্ধ ও গবাদি জাত উন্নয়ন খামার- ফরিদপুর
৬) মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার- বাগেরহাট
৭) দুগ্ধ ও গবাদি পশু উন্নয়ন খামার- শেরপুর, বগুড়া
৮) দুগ্ধ ও গবাদি পশু উন্নয়ন খামার- কাশিপুর, বরিশাল
৯) সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার- সিলেট,
১০) ছাগল উন্নয়ন খামার- সাভার, ঢাকা
১১) ছাগল উন্নয়ন খামার- চুয়াডাঙ্গা
১২) ছাগল উন্নয়ন খামার- রাজশাহী
১৩) ছাগল উন্নয়ন উপকেন্দ্র- ঝিনাইদহ

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ

বিভিন্ন প্রাণীর প্রজনন কেন্দ্র

প্রাণীর নাম	অবস্থান
হরিণ	ডুলাহাজরা, চকোরিয়া, কক্সবাজার
কুমির	করমজল, সুন্দরবন
বন্য প্রাণী	ডুলাহাজরা, কক্সবাজার
মহিষ	ফকিরহাট, বাগেরহাট (১৯৮৪)
গরু	সাভার, ঢাকা
ছাগল	টিলাগড়, সিলেট

বিভিন্ন খামারের নাম ও অবস্থান

খামারের নাম	অবস্থান
গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার	সাভার, ঢাকা
কেন্দ্রীয় মুরগি প্রজনন খামার	মিরপুর, ঢাকা
হাঁস প্রজনন খামার	নারায়ণগঞ্জ
মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার	বাগেরহাট

POLL QUESTION -03

➲ দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

(a) নওগাঁ

(b) পাবনা

(c) কুষ্টিয়া

(b) বগুড়া

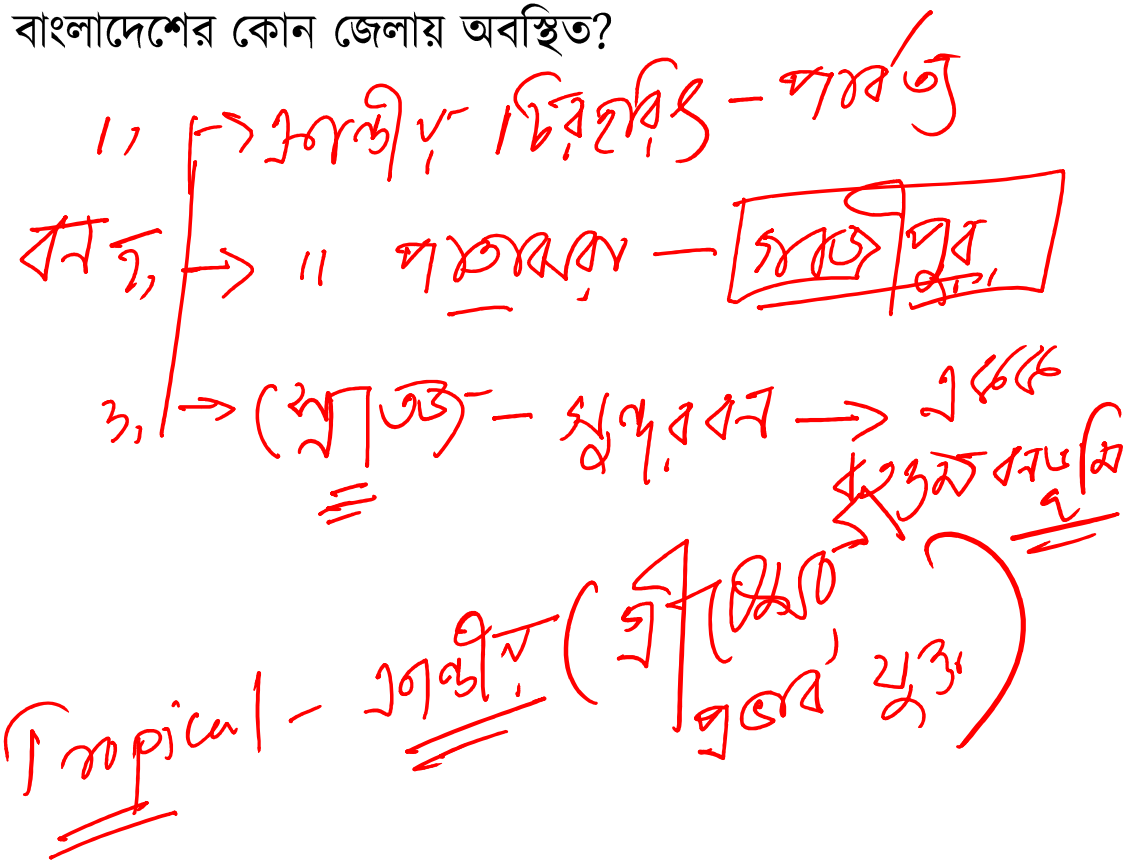

৩

সুন্দরবন — ৫ জেলায় 43% — (i) বাগেরহাট, (ii) খুলনা, (iii) সাতক্ষীরা, (iv) পটুয়াখালী, (v) বরগুনা — বেশি

২৫% — চূড়া

দ্বিতীয় → চট্টগ্রাম (43%) বেশি কম — বাখরা

রাঙামাটি — 2%

* প্রাকৃতিক বনভূমি অঞ্চল ৭ → বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, সুন্দরবন, ...

* রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই 28/২৮ জেলায়। 1 * পঞ্চগড় — ৬৮

সুন্দরবন

- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। স্রোতজ, গরান বা জোয়ার ভাটার বন বলা হয়ে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা খুবই কম। সাগরের খুবই কাছাকাছি হওয়ায় প্রতিদিনই এ বন জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়। সুন্দরবনের অপর নাম বাদাবন। পৃথিবীর বৃহত্তম টাইডাল বন। সুন্দরবন ছাড়াও বাংলাদেশের অন্য টাইডাল বন সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল। সুন্দরবনকে বাংলাদেশের ফুসফুস বলা হয়।
- এই বনভূমি বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল। বাংলাদেশের দক্ষিণে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনার (৫টি জেলা) কিছু অংশ এবং ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত। এর মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার যার মধ্যে ৬০১৭ বর্গ কি. মি. বা ২৪০০ বর্গ মাইল বাংলাদেশে অবস্থিত যা সুন্দর বনের ৬২ শতাংশের একটু বেশি।
- এ বনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। পশুর, শিবসা, রায়মঙ্গল, বালেশ্বর প্রভৃতি সুন্দরবনের প্রধান নদী। তাছাড়া অসংখ্য ছোট ছোট নদী-নালা জালের মত চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কটকা, হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর, টাইগার পয়েন্ট (কচিখালী)পর্যটন কেন্দ্র। সুন্দরবনের পূর্বে বালেশ্বর নদী ও পশ্চিমে রায়মঙ্গল নদী অবস্থিত। হাড়িয়াভাঙ্গা নদী সুন্দরবন অংশে বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্ত করেছে।

সুন্দরবন

- দুবলার চর মৎস্য আহরণ, শুঁটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য বিখ্যাত। স্থানীয় ভাবে পরিচিত বাউয়ালরা গোলপাতা সংগ্রহ করে।
- জোয়ার-ভাটার প্রভাবে এ অঞ্চলের মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে এখানে কেবল বিশেষ ধরনের কতগুলো উদ্ভিদ জন্মায়। এ ধরনের বনের উদ্ভিদে শ্বাসমূল থাকে।
- বনাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সুন্দরী গাছ, প্রায় ৭০% স্থান জুড়ে। এজন্যই এ বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরবন। অন্যান্য গাছের মধ্যে গেওয়া, গরান, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গোলপাতা ইত্যাদি প্রধান।
- সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় ভাবে পরিচিত 'মৌয়ালরা' মধু সংগ্রহ করে।
- বাংলাদেশে সুন্দরবন দিবস পালিত হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি। সুন্দরবন UNESCO এর World Heritage এর অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯২ সালে (৭৯৮তম)। রামসার জলাশয় অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৯৩ সালে (৫৬০তম)।

সুন্দরবনের প্রানিসম্পদ

- সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ সুদর্শন রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এ বনে বাঘের সংখ্যা ১০৬টি। সুন্দরবনে পাগ মার্ক বা বাঘের পায়ের ছাপ গণনা করে বাঘ গণনা করা হতো। ২০১৫ সালে প্রথম ক্যামেরা ট্র্যাপ বা ক্যামেরা ফাঁদ পদ্ধতিতে বাঘ গণনা করা হয়। পচাব্দী গাজী সুন্দরবনের একজন কিংবদন্তী বাঘ শিকারী ছিলেন। তিনি ৫৭ টি বাঘ শিকার করেন।
- বাঘের প্রিয় শিকার হরিণ। সুন্দরবনে ২ প্রজাতির হরিণ দেখা যায়। মায়া হরিণ আর চিত্রা হরিণ। এর মধ্যে মায়া হরিণ প্রজাতিটি প্রায় বিলুপ্তির পথে।
- এছাড়াও রয়েছে, বন্য শুকর, বানর, অজগর, কুমির ও নানা প্রজাতির পাখি।
- সুন্দরবনে ৪ প্রজাতির ডলফিন দেখা যায়। এই বনের প্রধান নদী শ্যালা এছাড়া পশুর, হাড়িয়াভাঙ্গা, হরিণঘাটা এইসব নদীও রয়েছে বনভূমির ভেতর দিয়ে। এই নদীগুলোর মধ্যে ৬টি স্থানকে ডলফিনের অভয়ারণ্য ঘোষণা করেছে সরকার।
- এ বনে তিন প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়। যথা- কেটো কচ্ছপ, সুন্দি কচ্ছপ ও ধুম তরুণাস্থি কচ্ছপ।

সুন্দরবনের বিভিন্ন গাছের কাজ

গাছের নাম	ব্যবহার
সুন্দরী	আসবাবপত্র, ঘরের দরজা ইত্যাদি তৈরি হয়। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ কাঠ দিয়ে তৈরি নৌকার কদর রয়েছে।
গোলপাতা	ঘরের ছাউনি তৈরিতে
গরান	এই বৃক্ষের ছালের কষ রং তৈরী, জাল রং করা ও চামড়া পাকা করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
ধুন্দল	পেনসিল তৈরীতে
গেওয়া	খুলনার নিউজ প্রিন্ট মিলের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে।
কেওড়া	ঘরের ছাউনি তৈরিতে

POLL QUESTION -04

➲ সুন্দরবনে বাঘ গণনায় কি ব্যবহৃত হয়?

(a) ক্যামেরা ট্র্যাপ

(b) ফুট-মার্ক

(c) কোয়ার্ডবেট

(b) প্যাগ-মার্ক

জাতীয় উদ্যান

- দেশের মোট বনাঞ্চলের ১০.৭ শতাংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চল।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যান গাজীপুর জেলার কাশিপুরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশে ১৮ টি জাতীয় উদ্যান, ২০ টি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য, ২ টি বিশেষ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এলাকা, একটি সামুদ্রিক রক্ষিত এলাকা, ২ টি শকুনের নিরাপদ এলাকা, ২ টি উদ্ভিদ উদ্যান, ১ টি এভিয়ারি পার্ক রয়েছে।

জাতীয় উদ্যান	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান(১৯৮২)	গাজীপুর	৫০২২.২৯
মধুপুর জাতীয় উদ্যান	টাংগাইল ও ময়মনসিংহ	৮৪৩৬.১৩
রামসাগর জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	২৭.৭৫
হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	১৭২৯
লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	মৌলভীবাজার	১২৫০
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫৪৬৪.৭৮
নিঝুমদ্বীপ জাতীয় উদ্যান	নোয়াখালী	১৬৩৫২.২৩
মেধাকচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৩৯৫.৯২
সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান	হবিগঞ্জ	২৪২.৯১

জাতীয় উদ্যান	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	সিলেট	৬৭৮.৮০
বারইয়াঢালা জাতীয় উদ্যান	চট্টগ্রাম	২৯৩৩.৬১
কুয়াকাটা জাতীয় উদ্যান	পটুয়াখালী	১৬১৩
নবাবগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৫১৭.৬১
সিংড়া জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	৩০৫.৬৯
কাদিগড় জাতীয় উদ্যান	ময়মনসিংহ	৩৪৪.১৩
আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যান	নওগাঁ	২৬৪.১২
বিরগঞ্জ জাতীয় উদ্যান	দিনাজপুর	১৬৮.৫৬
শেখ জামাল ইনানী জাতীয় উদ্যান	কক্সবাজার	৭০৮৫.১৬

বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	তথ্য
রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্য	সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায়	১৭৯৫.৫৪	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ৭ জুলাই, ১৯৯৬। এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং জীব ও উদ্ভিদবৈচিত্র্যে দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ বনাঞ্চল।
চর কুকরিমুকরি অভয়ারণ্য	বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা জেলায়	৪০.০০	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮১। এ বনে রয়েছে ১৫ হাজারেরও বেশি হরিণ।
সুন্দরবন (পূর্ব) অভয়ারণ্য	বাগেরহাট জেলায়	১,২২,৯২০.৯০	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ৬ এপ্রিল, ১৯৯৬।
সুন্দরবন (পশ্চিম) অভয়ারণ্য	সুন্দরবনের পশ্চিমে সংরক্ষিত ৭১৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত	৭১,৫০২.১০	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ৬ এপ্রিল, ১৯৯৬। এ অঞ্চলটি রায়মঙ্গল নদী দ্বারা বিভক্ত

বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	তথ্য
সুন্দরবন (দক্ষিণ) অভয়ারণ্য		৩৬,৯৭০.৪৫	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ৬ এপ্রিল, ১৯৯৬।
পাবলাখালী অভয়ারণ্য	রাঙামাটি জেলায়	৪২,০৮৭	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩। হাতিসহ প্রায় কয়েক হাজার প্রজাতির বন্যপ্রাণী আর পাখির বসবাস। জলাভূমি হিসেবেও জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ।
চুনাতি অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে	৭,৭৬৪	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ১৮ মার্চ, ১৯৮৬। বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে বন্য এশীয় হাতির যাতায়াতের একটি করিডোর হিসেবে এই অভয়ারণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশালাকায় শতবর্ষী মাদার গর্জন গাছের জন্য সুপরিচিত যা এই বনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	তথ্য
ফাসিয়াখালি অভয়ারণ্য	কক্সবাজার জেলায়	১৩০২.৪৩	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ১১ এপ্রিল, ২০০৭। বিচরণকারী এশীয় হাতির দেখা পাওয়া যায়। বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য।
দুধপুকুরিয়া ধোপাছড়ি অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম জেলায়	৪৭১৬.৫৭	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ৬ এপ্রিল, ২০১০। বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য।
হাজারিখিল অভয়ারণ্য	চট্টগ্রাম জেলায়	১১৭৭.৫৩	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ৬ এপ্রিল, ২০১০। এ বনে ১২৩ প্রজাতির পাখি রয়েছে।
সাঙ্গু অভয়ারণ্য	বান্দরবন জেলায়	২৩৩১.৯৮	**প্রতিষ্ঠাকাল:** ৬ এপ্রিল, ২০১০।

বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	তথ্য
টেকনাফ অভয়ারণ্য	কক্সবাজারের টেকনাফে	১১,৬১৫	প্রতিষ্ঠাকাল: ২৪ মার্চ, ২০১০। পূর্বনাম: টেকনাফ গেম রিজার্ভ বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভ বন। নাইটং পাহাড়, কুদুম গুহা, কুঠি পাহাড় প্রভৃতি আকর্ষণীয় স্থান। ১০০০ ফুট উঁচু তৈঙ্গা চূড়া।
টেংরাগিরি অভয়ারণ্য	বরগুনা জেলায়	৪০৪৮.৫৮	প্রতিষ্ঠাকাল: ২৪ অক্টোবর, ২০১০। এর স্থানীয় নাম ফাতরার বন ও অনেকের কাছে পাথরঘাটার বন কিংবা হরিণঘাটার বন নামে পরিচিত
দুধমুখী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট জেলায়	১৭০.০০	দুধমুখীর বেশিরভাগ এলাকা জলাভূমি দিয়ে গঠিত।
চাঁদপাই অভয়ারণ্য	বাগেরহাট জেলায়	৫৬০.০০	
ঢাংমারী অভয়ারণ্য	বাগেরহাট জেলায়	৩৪০.০০	

বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য

নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)	তথ্য
সোনারচর অভয়ারণ্য	পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলায়	২০২৬.৪৮	প্রতিষ্ঠাকাল: ১৪ ডিসেম্বর, ২০১১।
নাজিরগঞ্জ	পাবনা জেলায়	১৪৬	শুশুক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
শিলন্দা নাগডেমড়া	পাবনা জেলায়	২৪.১৭	শুশুক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য
নগরবাড়ি মোহনগঞ্জ	পাবনা জেলায়	৪০৮.১১	শুশুক বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

POLL QUESTION -05

➲ বন্য প্রাণীর প্রজনন কেন্দ্র কোথায় নয়?

(a) করমজল, সুন্দরবন

(b) ডুলাহাজরা, কক্সবাজার

(c) ফকিরহাট, বাগেরহাট (১৯৮৪)

(d) টিলাগড়, সিলেট

সাফারি পার্ক

সাফারি পার্কে বন্য প্রাণিসমূহ উন্মুক্ত অবস্থায় বনজঙ্গলে বিচরণ করবে এবং মানুষ সতর্কতার সহিত চলমান যানবাহনে করে ভ্রমণ করতে পারবে।

নাম	অবস্থান	আয়তন	তথ্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক	গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন মাওনা ইউনিয়নে	৩৬৯০ একর	সাফারি পার্কটি দক্ষিণ এশীয় মডেল বিশেষ করে থাইল্যান্ডের সাফারি ওয়ার্ল্ড এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার বালি সাফারি পার্কের কতিপয় ধারণা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক (যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাফারি পার্ক নামেও পরিচিত)	কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরা	৬০০ হেক্টর	দেশের প্রথম সাফারি পার্ক। ডুলাহাজরা সাফারি পার্ক মূলত হরিণ প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইকো পার্ক

নাম	অবস্থান	আয়তন	তথ্য
মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক	মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার কাঁঠালতলিতে		এই ইকোপার্কের অন্যতম আকর্ষণ হলো মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, পরিকুণ্ড জলপ্রপাত, শ্রী শ্রী মাধবেশ্বরের তীর্থস্থান, এবং চা বাগান।
বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো-পার্ক	চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায়	৮০৮ হেক্টর	চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৯৮ সালে এই বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পার্কটির মূল আকর্ষণ চন্দ্রনাথ মন্দির।
মধুটিলা ইকোপার্ক	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায়	৩৮৩ একর	
বাঁশখালী ইকোপার্ক	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায়		
কুয়াকাটা ইকোপার্ক	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায়	৫৬৬১ হেক্টর	

ইকো পার্ক

নাম	অবস্থান	আয়তন	তথ্য
টিলাগড় ইকোপার্ক	সিলেট জেলার টিলাগড় এলাকায়	১১২ একর	চিরসবুজ জায়গাটিতে লাক্কাতুরা চা বাগান ছাড়াও রয়েছে শেভরন গ্যাসক্ষেত্র।
বর্ষিজোড়া ইকোপার্ক	মৌলভীবাজার জেলায়		
যমুনা সেতু পশ্চিম পাড় ইকোপার্ক	সিরাজগঞ্জ জেলার সয়দাবাদ এলাকায়	৫০.২ হেক্টর (১২৪ একর)	বঙ্গবন্ধু যমুনা ইকোপার্ক নামেও পরিচিত।
পিরোজপুর রিভারভিউ	পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীর তীরে	২.৫৪ হেক্টর	পিরোজপুর ডিসি পার্ক নামেও পরিচিত
চরমুগুরিয়া ইকোপার্ক	ঢাকা বিভাগের মাদারীপুর জেলায়	৪.২০ হেক্টর	বানরের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত।

বোটানিকাল গার্ডেন

- বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে।
- ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত মিরপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম পার্ক বাহাদুর শাহ পার্ক।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম গার্ডেন বলধা গার্ডেন।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সাফারি পার্ক নির্মিত হচ্ছে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রজাপতি পার্ক গড়ে উঠেছে চট্টগ্রামে।

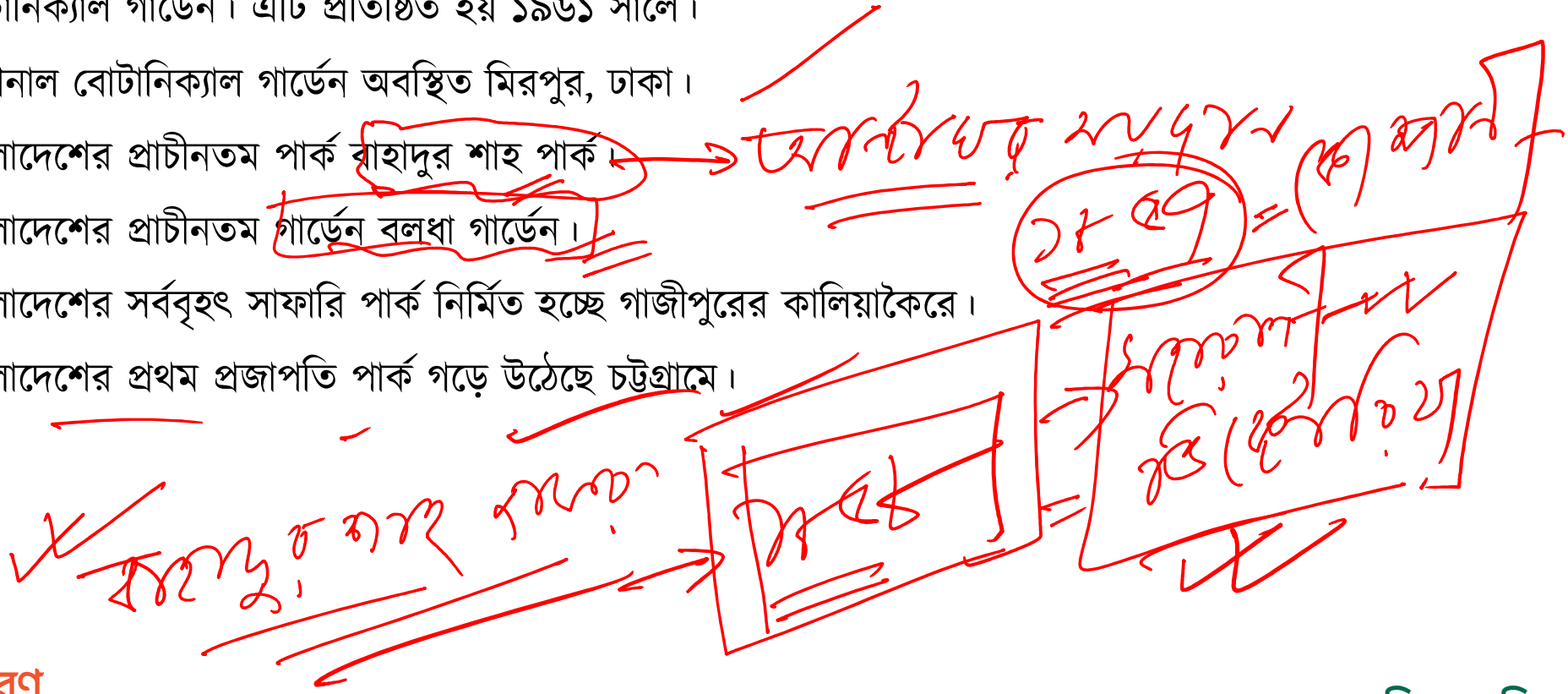

POLL QUESTION -06

➲ সুন্দরবন ইউনেস্কো ঘোষিত কততম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ?

(a) ৫২২ তম

(b) ৬২০ তম

(c) ৭৯৮ তম

(d) ৮৯৮ তম

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস

- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন (CH_4)। বিদ্যুৎখাতে সবচেয়ে বেশি গ্যাস ব্যবহৃত হয়।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৯ টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে ২৭ টি গ্যাসক্ষেত্র চালু রয়েছে।
- আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র গুলোর মধ্যে ২টি সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। একটি সাঙ্গু ও অন্যটি কুতুবদিয়ায় অবস্থিত।
- **সাঙ্গু** গ্যাসক্ষেত্রটি সমুদ্র উপকূলে আবিষ্কৃত প্রথম গ্যাসক্ষেত্র।
- ১৯৫৫ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি সিলেটের হরিপুরে বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে।
- ১৯৫৭ সালে প্রথম গ্যাস উত্তোলন করা হয়।
- গ্যাসের মোট মজুদের দিক থেকে বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মধ্যে তিতাস সর্ববৃহৎ।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট মজুদ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট। উত্তোলন যোগ্য গ্যাসের মজুদ ২৭.৭৬ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট।
- তেল-গ্যাস আবিষ্কারের সর্বোচ্চ সাফল্য বাপেক্সের। বাপেক্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালে।
- পাবনার মোবারকপুর গ্যাসক্ষেত্র বিলুপ্ত করা হয় এবং ভোলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র **ভোলা নর্থ** এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

খাতওয়ারি গ্যাসের ব্যবহার

খাত	গ্যাস ব্যবহারের হার
বিদ্যুৎ	৪৩.২১%
ক্যাপটিভ	১৫.১২%
সার কারখানা	৫.৫৪%
সিএনজি	৪.৬৮%
ইন্ডাস্ট্রিজ	১৫.৭৯%
গৃহস্থালি	১৫.২৫%

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

✪ কয়লা

- ☞ বাংলাদেশে প্রথম কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৬২ সালে জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে। এটি মজুদে সবচেয়ে বড় এবং গভীরতম কয়লা ক্ষেত্র।
- ☞ এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।
- ☞ বাংলাদেশে একমাত্র কয়লা শোধানাগার বিরামপুর হার্ড কোল লি. বিরামপুর উপজেলা, দিনাজপুর।
- ☞ অ্যানথ্রাসাইট সবচেয়ে উন্নত মানের কয়লা, নিম্নমানের কয়লা পিট। পিট কয়লার সন্ধান পাওয়া যায় সিলেটে।
- ☞ আয়তনে সবচেয়ে বড় কয়লাখনি দিনাজপুরের বড়পুকুড়িয়া। এখানে উৎকৃষ্টমানের লিগনাইট কয়লা (হীরক) ও স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া গেছে।
- ☞ বাংলাদেশে পাওয়া সবচেয় উন্নত মানের কয়লা বিটুমিনাস।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

✪ কয়লাক্ষেত্রসমূহ

কয়লাক্ষেত্র	প্রতিষ্ঠা	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	মজুত (মিলিয়ন টন)	তথ্য
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	১৯৬২	১১.৬২	৫৪৫০	▪ বিটুমিনের সন্ধান পাওয়া যায় ▪ গভীরতা– ১১৫৪ মিটার
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	১৯৮৫	৬.৮৮	৩৯০	▪ ভূ–গর্ভস্থ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলন করা হয়– ২০০৫ সাল থেকে ▪ ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে এ খনি থেকে কয়লা সরবরাহ করা হয়।
দীঘিপাড়া, দিনাজপুর	১৯৯৫	২৪	৮৬৫	
খালাশপীর, রংপুর	১৯৮৯	২৫	৬৮৫	
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	১৯৯৪		৫৭২	▪ ব্রিটিশ গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট কাজ করছে ২০০৬ সাল থেকে।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

✪ অন্যান্য খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ	তথ্য
খনিজ লোহা	▪ বাংলাদেশের প্রথম লৌহখনি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার ইসবপুর গ্রামে অবস্থিত। ▪ ভূ-গর্ভের ১,৩০০–১,৬০০ ফুটের মাঝে খনিটির অবস্থান। খনিটির আয়তন প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার। ▪ খনিটিতে বিদ্যমান লোহার পরিমাণ ৫০০–৬০০ মিলিয়ন টন। ▪ খনিটির আকরিকে থাকা লোহার পরিমাণ ৬৫% উপরে।
কঠিন শিলা	▪ দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া নামক স্থান ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। ▪ মধ্যপাড়া ভূ-গর্ভস্থ কঠিন শিলা প্রকল্পটি প্রায় ১.৪৪ বর্গ কিমি এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। ▪ মধ্যপাড়া কঠিন শিলার প্রাক্কলিত মজুতের পরিমাণ ১৭২ মিলিয়ন টন এবং উত্তোলনযোগ্য মজুত প্রায় ৭২ মিলিয়ন টন।
খনিজ তেল	▪ পূর্ব বাংলায় ১৯৫৫ সালে বার্মা খনিজ তেল কোম্পানি চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম তেলের সন্ধান পায়। ▪ বাংলাদেশে ২টি খনিজ তেলক্ষেত্র রয়েছে– হরিপুর তেলক্ষেত্র ও বরমচাল তেলক্ষেত্র। ▪ ১৯৮৬ সালে পেট্রোবাংলা প্রথম বাণিজ্যিক তেল শোধনাগার স্থাপন করে।
তেজস্ক্রিয় বালু	▪ কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায়। ▪ এদের কালো সোনা বা ব্ল্যাক গোল্ড বলা হয়। ▪ এর উপাদান সমূহের মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট, ম্যাগনেটাইট, জাহেরাইট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

✪ অন্যান্য খনিজ সম্পদ

ইউরেনিয়াম	▪ মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়।
খনিজ বালি	▪ টেকনাফ ও কুতুবদিয়ায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
চীনামাটি	▪ নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নওগাঁ, দিনাজপুরের পার্বতীপুর,মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামে পাওয়া যায়। ▪ সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে চীনামাটি ব্যবহৃত হয়।
চুনাপাথর	▪ টাকের হাট, জাফলং, ভাঙ্গার হাট, জকিগঞ্জ, লালঘাট, সেন্টমার্টিনে চুনাপাথর পাওয়া যায়। ▪ সিমেন্টের প্রধান কাঁচামাল চুনাপাথর।
গন্ধক/সালফার	▪ কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় পাওয়া যায়।
কাঁচ বালি/সিলিকা বালি	▪ হবিগঞ্জের শাহজি বাজার, শেরপুর, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ভূ-পৃষ্ঠীয় ও ভূ-পৃষ্ঠের স্বল্প গভীরতায় কাঁচ বালির মজুদ রয়েছে। এ বালি কাঁচ তৈরীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী।
নুড়ি পাথর	▪ লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও সিলেট জেলার জৈন্তিয়াপুর–ভোলাগঞ্জ এলাকায় যথেষ্ট নুড়ি পাথরের মজুত পরিলক্ষিত হয়।
তামা	▪ রংপুর জেলার রানীপুকুরে, দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

✪ বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কি নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) কুষ্টিয়া গ্রেড (খ) চুয়াডাঙ্গা গ্রেড (গ) ঝিনাইদহ গ্রেড (ঘ) মেহেরপুর গ্রেড

✪ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গো–চারণের জন্য বাথান আছে? [১৯তম বিসিএস]

(ক) সিরাজগঞ্জ (খ) দিনাজপুর (গ) বরিশাল (ঘ) ফরিদপুর

✪ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত? [১৯তম বিসিএস]

(ক) রাজশাহী (খ) চট্টগ্রাম (গ) সিলেট (ঘ) সাভার

✪ ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ঢাকায় (খ) খুলনায় (গ) নারায়ণগঞ্জে (ঘ) চাঁদপুরে

✪ বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) পঞ্চাশ দশক (খ) ষাট দশক (গ) সত্তর দশক (ঘ) আশির দশক

✪ বাংলাদেশের White gold কোনটি? [৩২তম বিসিএস]

(ক) ইলিশ (খ) পাট (গ) রূপা (ঘ) চিংড়ি

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

✪ ১৮৭৪ সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থাপিত হয়– [১৭তম বিসিএস]

(ক) সদরঘাটে (খ) চাঁদনীঘাটে (গ) পোস্তগোলায় (ঘ) শ্যামবাজারে

✪ বাংলাদেশের পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি কোন খাতে? [১৫তম বিসিএস]

(ক) আবাসিক (খ) কৃষি (গ) পরিবহন (ঘ) শিল্প

✪ বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ? [১৪তম বিসিএস]

(ক) ১৮ সেন্টিমিটার (খ) ২০ সেন্টিমিটার (গ) ২৩ সেন্টিমিটার (ঘ) ২৫ সেন্টিমিটার

✪ গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব– [১২তম বিসিএস]

(ক) নেপালে জলাধার নির্মাণ (খ) গঙ্গা–ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সংযোগ খাল খনন

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ (ঘ) গঙ্গার শাখা নদীসমূহের পানি প্রবাহ বৃদ্ধি

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

✪ উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত? [১১তম বিসিএস]

(ক) ২৫০ নটিক্যাল মাইল
(খ) ২০০ নটিক্যাল মাইল
(গ) ২২৫ নটিক্যাল মাইল
(ঘ) ১০ নটিক্যাল মাইল

✪ বাংলাদেশের কোন বনভূমি শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত? [৪০ তম, ১১তম বিসিএস]

(ক) সিলেটের বনভূমি
(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
(গ) ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি
(ঘ) খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর বনভূমি

✪ সুন্দরবন–এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ৫০% (খ) ৫৮% (গ) ৬২% (ঘ) ৬৬%

✪ সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়– [৩৬তম বিসিএস]

(ক) পাগ–মার্ক (খ) ফুটমার্ক (গ) GIS (ঘ) কোয়ার্ডবেট

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

✪ ম্যানগ্রোভ কি? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) কেওড়া বন (খ) শালবন

(গ) উপকূলীয় বন (ঘ) চিরহরিৎ বন

✪ বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত? [২০তম বিসিএস]

(ক) ২৪০০ বর্গমাইল (খ) ১৯৫০ বর্গমাইল

(গ) ৯২৫ বর্গমাইল (ঘ) ২০০ বর্গমাইল

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

✪ বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়– [৩৮তম বিসিএস]

(ক) ফার্নেস অয়েল (খ) কয়লা (গ) প্রাকৃতিক গ্যাস (ঘ) ডিজেল

✪ দিনাজপুর জেলায় বড়পুকুরিয়ায় কিসের খনিজ প্রকল্পের কাজ চলছে? [২৬তম বিসিএস]

(ক) কিঠিন শিলা (খ) কয়লা (গ) চুনাপাথর (ঘ) কাদামাটি

✪ বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়– [২১তম বিসিএস]

(ক) ১৯৫৭ সালে (খ) ১৯৬০ সালে (গ) ১৯৬২ সালে (ঘ) ১৯৭২ সালে

✪ বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি? [১৯তম বিসিএস]

(ক) গ্যাস (খ) তেল (গ) কয়লা (ঘ) স্বর্ণ

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

✪ বাংলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎস– [১৮তম বিসিএস]

(ক) খনিজ তেল (খ) প্রাকৃতিক গ্যাস (গ) পাহাড়ি নদী (ঘ) ওপরের সবগুলোই

✪ বাংলাদেশে চীনামাটি/শ্বেতমৃত্তিকা/সাদামাটি এর সন্ধান পাওয়া গেছে– [১২তম বিসিএস]

(ক) বিজয়পুরে (খ) রানীগঞ্জে (গ) টেকেরহাটে (ঘ) বিয়ানী বাজারে

✪ হরিপুরে তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়– [১১তম বিসিএস]

(ক) ১৯৮৭ সালে (খ) ১৯৮৬ (গ) ১৯৮৫ (ঘ) ১৯৮৪

✪ বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে– [১২তম বিসিএস]

(ক) জামালগঞ্জে (খ) জকিগঞ্জে (গ) বিজয়পুরে (ঘ) রানীগঞ্জে

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়